



বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০
বাংলাদেশ।
www.bb.org.bd

এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ ডিপার্টমেন্ট

এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-০৫

তারিখ: শ্রাবণ ৩০, ১৪২৯
আগস্ট ১৪, ২০২২

ব্যবস্থাপনা পরিচালক/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান।

প্রিয় মহোদয়,

সিএমএসএমই খাতে ক্লাস্টারভিত্তিক অর্থায়ন প্রসঙ্গে।

দেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় সিএমএসএমই খাতের গুরুত্ব অপরিসীম। গুরুত্বপূর্ণ এ খাতকে এগিয়ে নিতে ক্লাস্টারভিত্তিক অর্থায়ন বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় একটি ধারণা। বাংলাদেশের সম্ভাবনাময় ক্লাস্টারসমূহ যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতা পেলে তা দেশের অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রায় উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে মর্মে আশা করা যায়। সে বিবেচনায় সিএমএসএমই খাতে ক্লাস্টারভিত্তিক অর্থায়নের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করার জন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-০২/২০১৯ এর অনুচ্ছেদ নং-৪.২ এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হয়। সিএমএসএমই খাতে অর্থায়ন সংক্রান্ত সাম্প্রতিক তথ্য বিশ্লেষণে ক্লাস্টারভিত্তিক অর্থায়ন সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রণয়নের আবশ্যিকতা পরিলক্ষিত হচ্ছে। সে প্রেক্ষাপটে, সিএমএসএমই খাতে ক্লাস্টারভিত্তিক সহজলভ্য ব্যাংক ঋণ/বিনিয়োগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত গাইডলাইন্স জারি করা হলো:

১। ক্লাস্টারের সংজ্ঞা:

সর্বোচ্চ ৫ (পাঁচ) কিলোমিটার ব্যাসার্ধের সুনির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমানায় অবস্থিত অনুরূপ/সমজাতীয়/সম্পর্কযুক্ত পণ্য উৎপাদন বা সেবা প্রদানে নিয়োজিত ৫০ (পঞ্চাশ) বা ততোধিক উদ্যোগের সমষ্টিকে সামষ্টিকভাবে একটি ক্লাস্টার হিসেবে বিবেচনা করা হবে। এক্ষেত্রে ক্লাস্টারের আওতায় অবস্থিত উদ্যোগসমূহের ব্যবসায়িক শক্তি, দুর্বলতা, সুযোগ ও হুমকি হবে একই ধরনের। ভবিষ্যতে 'জাতীয় শিল্পনীতি' তে ক্লাস্টারের সংজ্ঞা ভিন্নরূপে প্রদত্ত হলে সে মোতাবেক যথানিয়মে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করা হবে।

২। ক্লাস্টার চিহ্নিতকরণ:

ক) অত্র সার্কুলারের অনুচ্ছেদ নং-১ এ প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী চিহ্নিত ক্লাস্টারসমূহকে ক্লাস্টারভিত্তিক অর্থায়নের জন্য বিবেচনা করতে হবে। এতদ্ব্যতীত ভবিষ্যতে 'জাতীয় শিল্পনীতি' তে ক্লাস্টার বিষয়ক তালিকা প্রদান করা হলে তা ক্লাস্টারের আওতাভুক্ত হবে।

খ) ক্লাস্টারের আওতাভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের পণ্য/সেবার ধরন বিবেচনায় ক্লাস্টারসমূহকে নিম্নোক্ত ছক অনুযায়ী উচ্চ অগ্রাধিকার ও অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্লাস্টার হিসেবে শ্রেণিবিন্যাসিত করতে হবে।

উচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্লাস্টারসমূহ	
১	কৃষি/খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং কৃষি যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারী শিল্প
২	তৈরী পোশাক শিল্প, নীটওয়ার, ডিজাইন ও সাজসজ্জা
৩	আইসিটি
৪	চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য শিল্প
৫	লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং
৬	পাট ও পাটজাত শিল্প
অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ক্লাস্টারসমূহ	
১	প্লাস্টিক ও অন্যান্য সিনথেটিক শিল্প
২	পর্যটন শিল্প
৩	হোম টেক্সটাইল সামগ্রী
৪	নবায়নযোগ্য শক্তি (সোলার পাওয়ার)
৫	অটোমোবাইল প্রস্তুত ও মেরামতকারী শিল্প
৬	তাঁত, হস্ত ও কারুশিল্প
৭	বিদ্যুৎ সাশ্রয়ী যন্ত্রপাতি (এলইডি, সিএফএল বাব্ব উৎপাদন)/ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি নির্মাণ শিল্প/ ইলেকট্রনিক ম্যাটেরিয়াল উন্নয়ন শিল্প
৮	জুয়েলারি শিল্প
৯	খেলনা শিল্প
১০	প্রসাধনী ও টয়লেট্রিজ শিল্প
১১	আগর শিল্প
১২	আসবাবপত্র শিল্প
১৩	মোবাইল/কম্পিউটার/টেলিভিশন সার্ভিসিং

ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক উপর্যুক্ত তালিকা বহির্ভূত ভিন্ন ধরনের কোন ক্লাস্টার চিহ্নিত হলে তা অন্যান্য ক্লাস্টার হিসেবে বিবেচিত হবে।

৩। ক্লাস্টারভিত্তিক অর্থায়নের লক্ষ্যমাত্রা:

ক) প্রতিটি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-০২/২০১৯ অনুযায়ী তাদের সিএমএসএমই খাতের নীট ঋণ/বিনিয়োগস্থিতি ভিত্তিক বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণকালে ক্লাস্টারভিত্তিক অর্থায়ন সংক্রান্ত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করবে। উল্লেখ্য, ২০২২ সালের জন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ ভিত্তিক সিএমএসএমই নীট ঋণ/বিনিয়োগস্থিতির ন্যূনতম ১০% ক্লাস্টারভিত্তিক নীট ঋণ/বিনিয়োগস্থিতির লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হতে হবে। পরবর্তীতে এ লক্ষ্যমাত্রার পরিমাণ প্রতি বছর কমপক্ষে ১% হারে বৃদ্ধি করে ২০২৪ সালের মধ্যে ন্যূনতম ১২% এ উন্নীত করতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক প্রয়োজনে উক্ত লক্ষ্যমাত্রা পরিবর্তন/পুনঃনির্ধারণ করতে পারবে।

(খ) পরবর্তী নির্দেশনা না দেয়া পর্যন্ত ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্লাস্টারভিত্তিক বার্ষিক লক্ষ্যমাত্রার ন্যূনতম ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) অনুচ্ছেদ ২(খ)-এ বর্ণিত ক্লাস্টারসমূহে এবং সর্বোচ্চ ৫০% (পঞ্চাশ শতাংশ) অন্যান্য ক্লাস্টারসমূহে বিতরণ করতে হবে।

৪। ক্লাস্টারভিত্তিক অর্থায়ন সংক্রান্ত নিজস্ব নীতিমালা:

প্রতিটি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান ক্লাস্টারভিত্তিক অর্থায়ন সংক্রান্ত নিজস্ব নীতিমালা প্রণয়ন করবে; যা সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হবে। উক্ত নীতিমালার কপি প্রতিটি ব্যাংক তার ওয়েবসাইটে প্রকাশ করবে এবং নীতিমালার অনুমোদিত কপি এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ ডিপার্টমেন্টে প্রেরণ করবে।

৫। গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ/বিনিয়োগ প্রাপ্তির যোগ্যতা:

- (ক) উদ্যোগটি সিএমএসএমই খাতভুক্ত হতে হবে;
- (খ) উদ্যোগটি উৎপাদনশীল বা সেবা খাতে নিয়োজিত থাকতে হবে;
- (গ) উদ্যোগটি সুনির্দিষ্ট ক্লাস্টারের আওতায় রয়েছে মর্মে নিশ্চিত হতে হবে;
- (ঘ) ক্লাস্টারের আওতাধীন উদ্যোক্তাদের সংগঠন থাকলে উদ্যোক্তাকে সংশ্লিষ্ট সংগঠনের সদস্য হতে হবে;
- (ঙ) সিআইবি রিপোর্ট অনুযায়ী উদ্যোগটি ঋণ/বিনিয়োগ খেলাপি থেকে মুক্ত হতে হবে;
- (চ) সরকারি প্রতিষ্ঠান বা স্বনামধন্য প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান হতে সংশ্লিষ্ট উদ্যোগ বিষয়ে ন্যূনতম ০১ মাস মেয়াদী প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হলে ঐ সকল উদ্যোক্তাগণ ঋণ/বিনিয়োগ প্রাপ্তিতে অগ্রাধিকার পাবে; এবং
- (ছ) ক্লাস্টারের আওতাধীন নারী উদ্যোক্তাগণ ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন উদ্যোক্তাগণ ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা প্রাপ্তিতে অগ্রাধিকার পাবে।

৬। ঋণ/বিনিয়োগের পরিমাণ ও গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ/বিনিয়োগ সীমা:

- (ক) উদ্যোগের প্রকৃতি ও চাহিদা অনুযায়ী চলতি মূলধন ও মেয়াদী উভয় ধরনের ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করা যাবে।
- (খ) এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-০২/২০১৯ এর অনুচ্ছেদ-২.৬ এ উল্লিখিত নিম্নোক্ত ঋণ/বিনিয়োগসীমা প্রযোজ্য হবে:

ঋণ/বিনিয়োগ সীমা	কুটির উদ্যোগ	মাইক্রো উদ্যোগ		ক্ষুদ্র উদ্যোগ		মাঝারি উদ্যোগ	
	উৎপাদন শিল্প	উৎপাদন শিল্প	সেবা শিল্প	উৎপাদন শিল্প	সেবা শিল্প	উৎপাদন শিল্প	সেবা শিল্প
সর্বোচ্চ ঋণ/বিনিয়োগ সীমা	১৫ লক্ষ টাকা	১ কোটি টাকা	২৫ লক্ষ টাকা	২০ কোটি টাকা	৫ কোটি টাকা	৭৫ কোটি টাকা	৫০ কোটি টাকা

- (গ) একই গ্রাহক প্রয়োজনের নিরীখে একাধিক ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা গ্রহণ করতে পারবে। তবে সামগ্রিক ঋণ/বিনিয়োগ সীমা ৬(খ) অনুচ্ছেদে বর্ণিত সীমার অধিক হবে না। বিষয়টি সিআইবি এর ঋণ/বিনিয়োগ তথ্য দেখে নিশ্চিত হতে হবে।

৭। গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ/বিনিয়োগের সুদ/মুনাফা হার:

ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ কর্তৃক ব্যাংকিং সেক্টরের জন্য জারিকৃত নীতিমালা এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ কর্তৃক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য জারিকৃত নীতিমালা অনুযায়ী ঋণ/বিনিয়োগ প্রসেস করার জন্য শিডিউল অব চার্জেস এবং বিতরণকৃত ঋণ/বিনিয়োগের বিপরীতে সুদ/মুনাফার হার প্রযোজ্য হবে। তবে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ঘোষিত পুনঃঅর্থায়ন স্কিম/তহবিলসমূহের আওতায় ঋণ/বিনিয়োগ প্রদানের ক্ষেত্রে উক্ত স্কিম/তহবিলের জন্য নির্ধারিত সুদ/মুনাফা হার প্রযোজ্য হবে।

৮। গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ/বিনিয়োগের মেয়াদ:

মেয়াদী ঋণ/বিনিয়োগের ক্ষেত্রে গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ/বিনিয়োগের মেয়াদ হবে সর্বোচ্চ ০৫ (পাঁচ) বছর। ব্যাংকার-গ্রাহক সম্পর্ক এবং উদ্যোগের ধরন/ব্যবসার ধরন বিবেচনায় গ্রেস পিরিয়ড নির্ধারণ করা যাবে; তবে, তা ০৬(ছয়) মাসের বেশী হবে না। মেয়াদী ঋণ/বিনিয়োগ পরিশোধের ক্ষেত্রে মাসিক/ত্রৈমাসিক/ষান্মাসিক ভিত্তিতে কিস্তি নির্ধারণ করা যাবে। চলতি মূলধন ঋণ/বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এতদসংক্রান্ত প্রযোজ্য নীতিমালা অনুসৃত হবে।

৯। জামানত:

ঋণ/বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত, সামাজিক বা গ্রুপ গ্যারান্টিকে জামানত হিসেবে বিবেচনা করা যাবে। এক্ষেত্রে এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-০২/২০১৯ এর অনুচ্ছেদ-৭.১, ৭.২ ও ৭.৩ অনুযায়ী ব্যক্তিগত, সামাজিক বা গ্রুপ গ্যারান্টি প্রযোজ্য হবে। এতদ্ব্যতীত বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে জারিকৃত ড্রেডিট গ্যারান্টি স্কিমের আওতায় ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা প্রদান করা যাবে।

১০। ঋণ/বিনিয়োগ অনুমোদন প্রক্রিয়া:

(ক) ঋণ/বিনিয়োগ গ্রহণের লক্ষ্যে উপযুক্ত/যোগ্য উদ্যোক্তা কর্তৃক ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানে আবেদন দাখিল করার পর সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান আবেদনে উল্লিখিত প্রস্তাব নিজস্ব নীতিমালা অনুযায়ী মূল্যায়নের মাধ্যমে উদ্যোগটি নির্ধারিত ক্লাস্টারের আওতায় রয়েছে কিনা তা নিশ্চিত হতে হবে। উদ্যোগটির ক্লাস্টার নির্ধারণসহ ঋণ/বিনিয়োগ প্রস্তাব মূল্যায়ন করার পর ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সংশ্লিষ্ট উদ্যোগে ঋণ/বিনিয়োগ প্রদান করবে;

(খ) ঋণ/বিনিয়োগ প্রস্তাব ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব ঋণ/বিনিয়োগ নীতিমালা অনুযায়ী অনুমোদিত হবে।

১১। রিপোর্টিং ও মনিটরিং:

(ক) ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয় ও শাখা পর্যায়ে স্টেটমেন্ট অফ এফেয়ার্সে ক্লাস্টার সংক্রান্ত ঋণ/বিনিয়োগ আলাদাভাবে প্রদর্শন করবে;

(খ) প্রতিটি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান তাদের ক্লাস্টার অর্থায়ন সংক্রান্ত প্রতিবেদন নির্ধারিত ছক অনুযায়ী প্রতি ত্রৈমাসান্তে পরবর্তী মাসের ১৫ তারিখের মধ্যে এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ ডিপার্টমেন্টে দাখিল করবে;

(গ) ঋণ/বিনিয়োগের সদ্যবহার নিশ্চিতকল্পে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা এবং মনিটরিং পদ্ধতি থাকতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক সময়ে সময়ে সরেজমিনে পরিদর্শন এবং তথ্যাদি যাচাইয়ের মাধ্যমে ঋণ/বিনিয়োগের সদ্যবহার মূল্যায়ন করতে পারবে;

(ঘ) সামগ্রিকভাবে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ক্লাস্টারভিত্তিক ঋণ/বিনিয়োগের গুরুত্ব বিবেচনায় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ক্লাস্টার উন্নয়নে অঞ্চলভিত্তিক সচেতনতামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করতে পারবে।

১২। অন্যান্য শর্তাদি:

(ক) গ্রাহক যথাসময়ে ঋণ/বিনিয়োগ পরিশোধে ব্যর্থ হলে তা বাংলাদেশ ব্যাংকের ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগের এতদসংক্রান্ত বিদ্যমান নীতিমালার আওতায় শ্রেণিকরণ করাসহ প্রয়োজনীয় প্রভিশন সংরক্ষণ করতে হবে;

(খ) গ্রাহক পর্যায়ে ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণের ক্ষেত্রে বর্ণিত শর্তাদি পরিপালনসহ অন্যান্য বিষয়াদি যেমন- আবেদনপত্র গ্রহণ ও প্রক্রিয়াকরণের সময়কাল, ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণ, সদ্যবহার, তদারকি ও আদায় প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে সিএমএসএমই খাতে অর্থায়ন সংক্রান্ত বিদ্যমান নীতিমালা অনুসৃত হবে;

(গ) বাংলাদেশ ব্যাংকের চাহিদার প্রেক্ষিতে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ এতদসংক্রান্ত প্রয়োজনীয় তথ্য এবং দলিলাদি বাংলাদেশ ব্যাংককে সরবরাহ করবে;

(ঘ) স্টেকহোল্ডারদের অবগতির জন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ক্লাস্টার ফাইন্যান্সিং সংক্রান্ত সুনির্দিষ্ট তথ্যাদি স্থিতিপত্রের টীকা অংশে পৃথকভাবে প্রদর্শন করবে;

(ঙ) ক্লাস্টারভিত্তিক ঋণ/বিনিয়োগ বিতরণ ও আদায় কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক প্রযোজ্য ক্ষেত্রে তথ্য প্রযুক্তি এবং মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস/ডিজিটাল ব্যাংকিং ব্যবহার করা যাবে;

(চ) দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সময়ে সময়ে পরিচালিত স্বল্প সুদ/মুনাফার পুনঃঅর্থায়ন স্কিম/তহবিল হতে ক্লাস্টারভুক্ত উদ্যোগসমূহের ঋণ/বিনিয়োগ প্রাপ্তির বিষয়টিতে অগ্রাধিকার দিতে হবে;

(ছ) এতদ্ব্যতীত এসএমইএসপিডি সার্কুলার নং-০২/২০১৯ এর অপরাপর নির্দেশনাবলীও প্রযোজ্য হবে।

১৩। এ নীতিমালার যে কোন ধরনের পরিবর্তন বা সংশোধনের ক্ষমতা বাংলাদেশ ব্যাংক সংরক্ষণ করে।

১৪। ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ৪৫ ধারা এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ এর ১৮ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এ নির্দেশনা জারি করা হলো।

১৫। এ নির্দেশনা অবিলম্বে কার্যকর হবে।

আপনাদের বিশ্বস্ত,



(মোঃ জাকের হোসেন)

পরিচালক (এসএমইএসপিডি)

ফোনঃ ৯৫৩০৫০২

